ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ২০২৪

"নতুন বাংলাদেশ"
দুর্জয় তারুণ্য দুর্নীতি রুখবেই

ধারণাপত্র

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহে নজিরবিহীন রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন ঘটে। যার পরিপ্রেক্ষিতে ৮ আগস্ট ২০২৪ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। এই সরকারের কাছে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতার মূল প্রত্যাশা একটি স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, দুর্নীতিমুক্ত ও বৈষম্যহীন "নতুন বাংলাদেশ" গড়ার উপযোগী রাষ্ট্রকাঠামো ও পরিবেশ তৈরি করা।

"নতুন বাংলাদেশ"-এ রাষ্ট্র-সংস্কার ও জাতীয় রাজনৈতিক বন্দোবস্তের মূল অভীষ্ট হতে হবে দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার ও বিচারহীনতার মূলোৎপাটন করা। এই অভীষ্ট অর্জনের লক্ষ্যে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল প্রতিষ্ঠানের আমূল সংস্কারের পাশাপাশি দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা জোরদার করতে গণমাধ্যমসহ সকল অংশীজন ও সাধারণ জনগণ, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের সক্রিয় অংশগ্রহণের উপযোগী নিষ্কণ্টক পরিবেশ অপরিহার্য।

দুর্নীতি, বৈষম্য, ও কর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধে তরুণদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা এই আন্দোলন একটি নতুন যুগের সূচনা। দেড় হাজারের বেশি প্রাণের আত্মত্যাগ[১] দেশের ন্যায্য, সমতাপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ নির্মাণে প্রেরণা হয়ে থাকবে। প্রাথমিকভাবে কোটা সংস্কারের দাবিতে শুরু হলেও, আন্দোলন দ্রুতই বৈষম্যহীনতা স্বচ্ছতা, সুশাসন ও জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিতে রূপ নেয়। তরুণদের দুর্জয় আন্দোলনের সঙ্গে জনগণের সমর্থন এসে মিলে কর্তৃত্ববাদী সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করে। যা শুধু একটি রাজনৈতিক বিজয় নয়, এটি তারুণ্যের শক্তি, সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং সততার ভিত্তিতে একটি সমাজ গঠনের দৃঢ় প্রত্যয়কে তুলে ধরে।

নজিরবিহীন প্রাণহানি ও ত্যাগের বিনিময়ে যে "নতুন বাংলাদেশ" সৃষ্টির স্বপ্ন নাগরিকদের স্বপ্নাতুর করে তুলেছে তার মূল কথা –দুর্নীতি, বৈষম্য এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়া এবং একটি দুর্নীতিমুক্ত, বৈষম্যহীন, সুশাসিত ও মানবিক বাংলাদেশ নির্মাণ। এই আন্দোলন আমাদের শিখিয়েছে বাংলাদেশের ইতিহাসে যত ইতিবাচক অর্জন, তার ধারাবাহিকতায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তারুণ্যই আমাদের মূল হাতিয়ার, জনগণের ঐক্যই আমাদের প্রেরণা।

"নতুন বাংলাদেশ": দুর্নীতি রুখবে তারুণ্য

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও ছাত্র-জনতার বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের প্রকৃত চেতনার আলোকে রাষ্ট্রকাঠামোর আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমে এদেশের সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার, গণমাধ্যম ও তথ্যপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং সকল মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তাসহ একটি সুশাসিত, দুর্নীতিমুক্ত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতান্ত্রিক "নতুন বাংলাদেশ" বিনির্মাণ-ই অন্তর্বর্তী সরকার তথা সকল অংশীজনের মূল অভীষ্ট ও প্রাধান্য।

কর্তৃত্ববাদী সরকারের শাসনামলে সম্ভাবনাময় আইনি-কাঠামো থাকা সত্ত্বেও কার্যকর পদক্ষেপ ও সক্ষমতা, সমন্বয়হীনতা এবং সদিচ্ছার অভাবে জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী সনদের প্রতিশ্রুতি পূরণে বাংলাদেশ সমসময়ই পিছিয়ে ছিলো। একইসঙ্গে রাজনৈতিক প্রভাব, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সদিচ্ছা ও দক্ষতার ঘাটতি, বিচার বিভাগের ওপর রাজনৈতিক ও নির্বাহী বিভাগের প্রভাবের অভিযোগ এবং একটি কার্যকর জবাবদিহিমূলক-কাঠামোর ঘাটতির কারনে দুর্নীতি প্রতিরোধে বাংলাদেশ তার অঙ্গীকার পূরণ করতে পারেনি।[২]

পতিত সরকারের শাসনকালে সর্বস্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ঘাটতিতে দুর্নীতি প্রতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) প্রকাশিত "দুর্নীতির ধারণা সূচক-২০২৩" এ দক্ষিণ এশিয়াতে বাংলাদেশের অবস্থান শুধুমাত্র আফগানিস্তানের ওপর, আট দেশের মধ্যে সপ্তম অবস্থানে বাংলাদেশ।[৩] অন্যদিকে

[১] https://prothomalo.com/bangladesh/3it8vn60p0
[২] https://ti-bangladesh.org/articles/press-release/6785
[৩] https://www.transparency.org/en/cpi/2023

টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত জাতীয় খানা জরিপ ২০২৩ এর ফল বলছে, মে ২০২৩ থেকে এপ্রিল ২০২৪ মেয়াদে সার্বিকভাবে ৭০.৯ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এ সময়ে সার্বিকভাবে ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার ৫০.৮ শতাংশ। টিআইবির ২০১০ সাল থেকে পরিচালিত খানা জরিপে প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে ন্যূনতম প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০০৯ থেকে ২০২৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত সময়ে অন্তর্ভুক্ত খাত/প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে সেবা নিতে গিয়ে বাংলাদেশের খানাগুলো প্রায় ১ লক্ষ ৪৬ হাজার ২৫২ কোটি টাকা ঘুষ দিতে বাধ্য হয়েছে। অর্থাৎ সেবাখাতে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ অব্যাহত রয়েছে।[৪]

আবার, টিআইবির বিবেচনায় বাংলাদেশ থেকে বছরে গড়ে ১২-১৫ বিলিয়ন ডলার বিদেশে পাচার হয় যা, বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে প্রকাশিত শ্বেতপত্রের তথ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।[৫] পতিত সরকারের দলের প্রভাবের পাশাপাশি বিভিন্ন যোগসাজসের ফলে বিপুল এই অর্থ পাচার পুরো দেশের অর্থনীতিকেই চাপের মুখে ফেলে দিয়েছে। ব্যাংক খাতে দুর্নীতি ও অনিয়মের জন্য ঋণ কেলেঙ্কারি, প্রতারণা, ভুয়া ঋণ ও ঋণের অপব্যবহারসহ রাষ্ট্রীয় মদদে পুরো আর্থিক খাতকে খাদের কিনারায় টেনে এনেছে। কর্তৃত্ববাদী সরকারের ১৫ বছরের শাসনামলে বিভিন্ন প্রকল্প থেকে অর্থ লুটপাটের জন্য প্রকল্প পাসের আগে কৃত্রিমভাবে খরচ বৃদ্ধি, বাড়তি অর্থ নানাভাবে সরিয়ে নেওয়া, কেনাকাটার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতাহীন দরপত্র ও পছন্দের লোককে কাজ দেওয়ার ঘটনা অহরহ ঘটেছে। এমনকি, বিভিন্ন প্রকল্পে নিয়োগের ক্ষেত্রেও ব্যাপকভাবে স্বজনপ্রীতি, বিশেষ করে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা বেশি প্রাধান্য দেওয়া, ঠিকাদার নিয়োগের ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক বিবেচনাকে প্রাধান্য দিয়ে অতিমূল্যায়িত চুক্তি, ঘুষ গ্রহণ একটি নিয়মিত চর্চায় পরিণত হয়েছিল পতিত সরকারের শাসনামলে। মূলত সে সময়ে দুর্নীতির মহোৎসবের পাশাপাশি বিচারহীনতাকে স্বাভাবিকতায় পরিণত করা হয়েছিলো।

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ও টিআইবি

বিশ্বব্যাপী দুর্নীতি প্রতিরোধে জাতিসংঘের উদ্যোগে ২০০৩ সালের ৩১ অক্টোবর **'আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী সনদ' United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)** গৃহীত হয়।[৬] একই বছর ৯ থেকে ১১ ডিসেম্বর মেক্সিকোর মেরিডায় অনুষ্ঠিত উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক সম্মেলনে সনদটি স্বাক্ষরের উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত করা হয়। স্বাক্ষর প্রদানের গুরুত্বকে স্মরণীয় রাখতে প্রতিবছর ৯ ডিসেম্বর জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ২০০৪ সাল থেকে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস উদ্‌যাপন করছে।[৭] দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি আন্তর্জাতিক, রাষ্ট্রীয়, সরকারি ও সংশ্লিষ্ট দেশের নাগরিকসহ সকল অংশীজনের– এই মর্মে প্রচারণা ও অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম পালন করা এই দিবসটি উদ্‌যাপনের মূল লক্ষ্য।

দিবসটি উপলক্ষ্যে জাতিসংঘ এবারের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে **Uniting with Youth Against Corruption: Shaping Tomorrow's Integrity**।[৮] দিবসটিকে সামনে রেখে টিআইবি **"নতুন বাংলাদেশ–দুর্জয় তারুণ্য দুর্নীতি রুখবেই"** এই প্রতিপাদ্যে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে বহুমুখী কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে ৪৫টি জেলা ও উপজেলায় টিআইবির অনুপ্রেরণায় গঠিত সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক), অ্যাকটিভ সিটিজেনস গ্রুপ (এসিজি), ইয়ুথ এনগেজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট (ইয়েস) গ্রুপের সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণে দুর্নীতিবিরোধী ক্যাম্পেইন, প্রশাসনের সঙ্গে যৌথভাবে র‍্যালি, মানববন্ধন ও আলোচনা অনুষ্ঠান, দুর্নীাতিবিরোধী বিতর্ক, কুইজ ও ওরিয়েন্টেশন, জনসমাবেশ ও পথসভা, কার্টুন প্রদর্শনী ও লিফলেট বিতরণসহ বিবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

এ বছর দুর্নীতিবিরোধী অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কার অনুষ্ঠানের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ১৯৯৯ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত সময়কালে পুরস্কারপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের নিয়ে একটি মিলনমেলার আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি "দুর্নীতিবিরোধী অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কার ২০২৪" ঘোষণা, আলোচনা সভা ও গণমাধ্যমে কর্মরত নির্দিষ্ট-সংখ্যক সংবাদকর্মীদের "দুর্নীতিবিরোধী অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ফেলোশিপ" প্রদান করা

[৪] https://www.ti-bangladesh.org/nhs
[৫] https://bangla.thedailystar.net/economy/news-632886
[৬] https://www.un.org/en/observances/anti-corruption-day
[৭] http://acc.org.bd/site/page/b9ead82c-1fdc-4361-9ac8-e9cb60d1a7a8/-
[৮] https://www.unodc.org/unodc/ngos/the-international-anti-corruption-day-on-9-december-2024-is-fast-approaching.html

হয়েছে। এ ছাড়াও, কিশোর-তরুণদের মধ্যে দুর্নীতিবিরোধী চেতনা ছড়িয়ে দিতে টিআইবির নিয়মিত আয়োজন দুর্নীতিবিরোধী কার্টুন প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দুইটি বয়সভিত্তিক বিভাগ, ডিজিটাল কার্টুন ও কমিক স্ট্রিপ বিভাগে এই কার্টুন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। টিআইবির প্রধান কার্যালয়ে প্রতিযোগিতার সেরা ৬০টি কার্টুন নিয়ে ০৯ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে দুই সপ্তাহব্যাপী প্রদর্শনী চলবে।

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ২০২৪ : টিআইবির দাবি

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ২০২৪ উপলক্ষে দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে টিআইবি সংশ্লিষ্ট অংশীজনের বিবেচনার জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ প্রস্তাব করছে–

১. মুক্তিযুদ্ধ ও ছাত্র-জনতার বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের প্রকৃত চেতনার আলোকে রাষ্ট্রকাঠামোর আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমে এদেশের সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার, ন্যায়বিচার, মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চয়তাসহ একটি বৈষম্যমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক, জবাবদিহিমূলক, সুশাসিত, দুর্নীতিমুক্ত, মানবাধিকার-ভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতান্ত্রিক "নতুন বাংলাদেশ" বিনির্মাণে উদ্যোগী হতে হবে।

২. "নতুন বাংলাদেশে"র মূল চেতনাকে সমুন্নত রাখতে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)–এর জবাবদিহি নিশ্চিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দুদকের চেয়ারম্যান ও কমিশনার নিয়োগ-প্রক্রিয়াসহ সংস্থাটির কার্যক্রম দলীয় প্রভাবমুক্ত ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জন ও অর্থ পাচার বিষয়ে তদন্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণে দুদকের ক্ষমতাকে খর্ব করে আইনের (সিভিল সার্ভিস অ্যাক্ট, ২০১৮; মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২; আয়কর আইন, ২০২৩) এমন সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ সংশোধন করতে হবে। সর্বোপরি, দুদক সংস্কার কমিশনের সংস্কার প্রস্তাব গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে বাস্তবায়ন করতে হবে।

৩. দুর্নীতির বিরুদ্ধে সাধারণ জনগণ, গণমাধ্যম ও বেসরকারি সংগঠনসমূহ যাতে সোচ্চার ভূমিকা পালন করতে পারে, তার উপযুক্ত পরিবেশ এবং এ রূপ সংস্থার গঠন, নিবন্ধন, ব্যবস্থাপনা-প্রক্রিয়া সহজতর করাসহ উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রশাসনিক হয়রানি বন্ধ করতে হবে।

৪. বিচার বিভাগের নিয়োগ, পদায়ন, বদলিসহ বিচারিক প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে অবিলম্বে বিচার বিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয় গঠন করতে হবে।

৫. দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দ্রুত উন্নয়নের পাশাপাশি একটি জনবান্ধব পুলিশ বাহিনী তৈরিতে এর ব্যবস্থাপনা ও কর্মকাঠামো পুরোপুরি ঢেলে সাজানোর পাশাপাশি বাহিনীটির কাঙ্ক্ষিত পেশাগত উৎকর্ষ এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি-কাঠামো নিশ্চিত করতে হবে।

৬. দুর্নীতির বিরুদ্ধে শুন্য সহনশীলতার ফাঁকাবুলির সংস্কৃতি পরিহার করে সকল প্রকার-বিশেষ করে উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতির বিচারহীনতা বন্ধে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৭. ব্যাংকিং খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যাংকিং খাত-সংশ্লিষ্ট নিরপেক্ষ, স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত, স্বাধীনভাবে কাজ করতে সক্ষম এমন দক্ষ বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি "স্বাধীন ব্যাংকিং কমিশন গঠন" করতে হবে।

৮. সংশ্লিষ্ট আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে অর্থ পাচার বন্ধ ও পাচারকৃত অর্থ ফিরিয়ে আনতে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ এবং যে সকল দেশে অর্থ পাচার হয়েছে সে সকল দেশের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আইনি সহায়তা জোরদারসহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৯. কর ফাঁকি ও অর্থপাচার রোধে ব্যাংক ও আর্থিক খাতে দেশে-বিদেশে সকল প্রকার লেনদেনের স্বয়ংক্রিয় তথ্য আদান- প্রদান সহায়ক "কমন রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড" (সিআরএস) অনতিবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে।

১০. সরকারি ক্রয়-ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল দরপত্র ই-জিপি প্রক্রিয়ায় সম্পাদন এবং উন্মুক্ত ও সীমিত দরপত্র-পদ্ধতিতে মূল্যসীমার বিধান বাতিল করতে হবে।

১১. সরকারি কার্যে ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থতা, স্বজনপ্রীতি ও অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধে "স্বার্থের দ্বন্দ্ব আইন" প্রণয়ন করতে হবে।

১২. অবাধ তথ্যপ্রবাহের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির পাশাপাশি ভিন্নমত, বাক ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা পরিপন্থী নজরদারিভিত্তিক ভীতিকর পরিবেশ, তথা সকল জনগণের জন্য নিরাপত্তাহীনতার বোধ সৃষ্টির সংস্কৃতি যেন আবার ফিরে না আসে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৩. রাজনৈতিক দলের সকল প্রকার গৃহীত অনুদান, আয়-ব্যয়, বিশেষ কার্যক্রমভিত্তিক সংগৃহীত অর্থ ও ব্যয়, প্রচারণাসহ নির্বাচনী ব্যয়, মনোনয়ন-কেন্দ্রিক আর্থিক লেনদেনকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসতে প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কার করতে হবে।

১৪. সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণশুনানির মতো জনগণের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম নিশ্চিত করতে হবে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫)
বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৬৭-৭০ ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৭২
info@ti-bangladesh.org; **www.ti-bangladesh.org**; **www.facebook.com/TIBangladesh**